০৬-০১-১৭ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই দাদা হলেন এক অভূতপূর্ব পোস্ট অফিস, এঁনার দ্বারা তোমরা শিববাবার ডাইরেকশান প্রাপ্ত করো ।"

প্রশ্ন :- বাবা বাচ্চাদের কোন্ ব্যাপারে সাবধান করেন, এবং কেন ?

উত্তর :- বাবা বলেন বাচ্চারা সাবধান থাকো --- মায়ার কাছ থেকে অধিক আঘাত পেয়ো না। যদি মায়ার আঘাত পেতে থাকো তাহলে প্রাণ বেরিয়ে যাবে আর পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না । ঈশ্বরের কাছে জন্ম নিয়ে তারপর যদি মায়ার আঘাতে মৃত্যু হয় তাহলে সেই মৃত্যু সব থেকে খারাপ হয় । যখন মায়া কোনো বাচ্চাদের দিয়ে বিপরীত কর্ম করায়, তখন বাবার খুব কষ্ট হয় সেই জন্য বাবা সাবধান করেন ।

গীত:- তোমাকে আহ্বান করতে মন চায় .....

ওম্ শান্তি । বাবাকে তখনই ডাকা হয় যখন মানুষ দুঃখী হয়, দুঃখী হয় বিকারী হয়ে যাওয়ার জন্য। দুঃখী কিসের কারণে হয়? এটাও তমোপ্রধান মানুষ জানে না । দুঃখী হয় পাঁচ বিকার রূপী রাবণের জন্য । আচ্ছা, সেই রাজ্য কতদিন ধরে চলে? নিশ্চয়ই দুনিয়ার অন্তিম কাল অবধি রাজত্ব চলবে । এখন হলো রাবণ রাজ্য । রাম রাজ্য, রাবণ রাজ্য এই সব নাম তো খুব বিখ্যাত । রাবণ রাজ্য তো ভারতেই জানা আছে । দেখা যায় যে শত্রুও ভারতের মধ্যে আছে । ভারতের পতন রাবণ করিয়েছে । যবে থেকে দেবতা বাম মার্গে গেছেন অর্থাৎ বিকারী হয়েছেন। দুনিয়া এটা তো জানে না --- ভারত যে নির্বিকারী ছিলো, তারপর বিকারী কেমন করে হয়ে গেলো? ভারতের মহিমা বর্ণনা করা আছে। ভারত শ্রেষ্ঠাচারী ছিলো, এখন পতিত হয়ে গেছে। যখন থেকে পতিত হওয়া শুরু হয়েছে, তখন থেকে ভক্ত পূজারী হয়েছে। তখন থেকেই ভগবানকে স্মরণ করে আসছে । এটা বোঝানো হয়েছে যে কল্পের সঙ্গমে যুগে যুগে বাবা আসেন। কল্পের তো চার যুগ হয়, পঞ্চম সঙ্গমযুগের কথা কেউ জানে না ।অনেকে এটাকে সঙ্গমযুগ বলে মনে করে। বলা হয় যুগ যুগ ধরে তো কত সঙ্গম হয়ে চলেছে । সত্যযুগ থেকে ত্রেতা, ত্রেতা থেকে দ্বাপর, দ্বাপর থেকে কলিযুগ । কিন্তু বাবা বলেন কল্পের সঙ্গমযুগে বাবাকে আসতেই হবে । এটাকে কল্যাণাকারী পুরুষোত্তম যুগ বলা হয়, যেখানে মানুষ পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যায় । কলিযুগের পরে আবার সত্যযুগ আসে । সত্যযুগের পরে আবার কি হয়? ত্রেতাযুগ আসে । সূর্যবংশী লক্ষ্মী নারায়ণের যে রাজত্ব ছিলো সেইটা আবার চন্দ্রবংশী হয়ে যায় ।ত্রেতাযুগে রামরাজ্য, সত্যযুগে লক্ষী নারায়ণের রাজত্ব । লক্ষ্মী নারায়ণের পরে রাম সীতার রাজত্ব আসে ।সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগের মাঝে নিশ্চয়ই সঙ্গম আসে । তারপরে এর পরে ইব্রাহিম আসেন, উনি হলেন অন্য দিকে, ওনার এখানের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই । দ্বাপরে তো অনেক কিছুই হয়,। ইসলামী, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইত্যাদি । খ্রিষ্টান ধর্ম দুই হাজার বছর আগে স্থাপনা হয়েছে । কেউ কেউ তো একটু আধটু হিসাব মেলাতে বসে । এখন সঙ্গমের পরে সত্যযুগে যেতে হবে । এই সবের হিস্ট্রি জিওগ্রাফী বুদ্ধিতে থাকা দরকার । বলাও হয় যে উচ্চ থেকেও উচ্চ হলেন ভগবান । ওনাকে "ত্বমেব মাতাশ্চ পিতা" বলা হয় । এই হলো উচ্চ থেকেও উচ্চ ভগবানের মহিমা । তোমরা মাতা পিতা কাকে বলো? কেউ জানে না । আজকাল যে কেউ মূর্তির সামনে গিয়ে বলে যে -- তুমি মাতা তুমি পিতা.... তাহলে মাতা পিতা কাকে

বলবে? লক্ষ্মী নারায়ণকে? ব্রহ্মা সরস্বতীকে? শংকর পার্বতীকে? এই সব তো যুগ্ম রূপে দেখানো হয়েছে ।তাহলে মাতা পিতা কাকে বলা হবে? যদি পরমাত্মা ফাদার হয় তাহলে নিশ্চয়ই মাদার নিশ্চয়ই দরকার । এটা তো জানা নেই যে মাতা কাকে বলা হবে? এই সব হলো গুহ্য কথা। ক্রিয়েটার থাকলে পরে ফিমেলও দরকার । মহিমা তো একজনেরই করবে, তাই না।এমনও না যে কখনো ব্রহ্মার করবে, কখনো বিষ্ণুর করবে, কখনো শংকরের করবে । না, মহিমা তো একজনেরই করা হবে । গানও আছে পতিত পাবন এসো, উনি নিশ্চয়ই অন্তিম কালে আসবেন। যুগে যুগে কেন আসবেন? পতিত তো হয়ই অন্ত কালে ।পতিতদের পবিত্র বানিয়ে দেন বাবা, তাহলে ওঁনাকে নিশ্চয়ই পতিত দুনিয়ায় আসতে হবে তবেই না এসে পবিত্র বানাবেন । ওখানে বসে তো বানাবেন না । সত্যযুগ হলো পবিত্র দুনিয়া, কলিযুগ হলো পতিত দুনিয়া । পুরোনো দুনিয়াকে নতুন বানানো হলো বাবার কাজ। নতুন দুনিয়ার স্থাপনা আর সাথে সাথে পুরোনো দুনিয়ায় বিনাশ । ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা কিসের হয় ? বিষ্ণুপুরীর কি? ব্রহ্মা আর ব্রাহ্মণের দ্বারা স্থাপনা হয় । ব্রাহ্মণের দ্বারা যজ্ঞের রচনা করা হয় সেই জন্য নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণদের পড়ান। তোমার লেখো যে ,বাবা তো ব্রহ্মা আর ব্রহ্মা মুখ বংশধর ব্রাহ্মণদের রাজযোগের পড়া শেখান । ওখানে আবার সরস্বতীও এসে গেছেন । এই ব্রাহ্মণ কুল অভূতপূর্ব । ভাই বোন কখনো বিয়ে করতে পারবে না ।যখন কেউ আসে তখন ওনার পরিচয়ে জিজ্ঞেস করা হয় পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমার কি সম্বন্ধ? পিতা তো বলাই হয়, তাহলে উনি হলেন বাবা, আর তিনি হলেন দাদা, বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত হয় ওনার থেকে, যিনি জ্ঞানের সাগর, অসীমের (বেহদের) বাবা । বর্সা দেন ব্রহ্মার দ্বারা । এই হলো ঈশ্বরীয় কোল । তারপর পাওয়া যায় দৈবী কোল ।এটা বোঝা সহজ । চার যুগের হিসাব একদম ঠিকঠাক । পাবন থেকে পতিত হবে । ১৬ কলা থেকে ১৪ কলা তারপর ১২ কলায় আসতে হবে ।

তোমাদের সর্ব প্রথম বাবার পরিচয় দিতে হবে। বাবার সাথে নতুন কারোর পরিচয় হলে সে কিছু বুঝতে পারে না কেননা উনি হলেন অভূতপূর্ব (wonder), বাপদাদা কম্বাইন্ড হয়ে আছেন । বাচ্চারা বারে বারে ভুল করে যে আমরা কার সঙ্গে কথা বলছি! বুদ্ধিতে শিববাবা খালি স্মরণে থাকা উচিত । আমরা তো শিববাবার কাছে যাই । তোমরা এই বাবাকে স্মরণ করো কেন? শিববাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। ভাবো যখন ফোটো তুলবে তখনও বুদ্ধি যেন শিববাবার সাথেই থাকে, আর মনে থাকে যেন ইনি বাপদাদা দুজনেই এক সাথে আছেন । শিববাবা আছেন তাই তো ইনি দাদাও আছেন । বাপদাদা এক সাথে ফোটো তোলেন । শিববাবার কাছে এই দাদা মিলিত হতে আসেন । তাই ইনি হয়ে গেলেন পোস্ট অফিস । এনার থেকে শিববাবার ডাইরেকশান নিতে হবে । এই হলো খুবই অভূতপূর্ব কথা । ভগবান তখনই আসেন যখন দুনিয়া পুরানো হয়ে যায় । দ্বাপর থেকে দুনিয়া পুরোনো হতে শুরু করে । অন্তিমে পুরো দুনিয়া পতিত হয়ে যায় । চিত্রের দ্বারা বোঝাতে হবে । সত্যযুগ,ত্রেতাকে স্বর্গ, প্যারাডাইস বলা হয়। । নতুন দুনিয়া তো সর্বদাই থাকবে না ।দুনিয়া যখন অর্ধেক সময় পার করে তখন তাকে পুরোনো বলা হয় ।প্রত্যেকটা জিনিসের লাইফ অর্ধেক পুরোনো, অর্ধেক নতুন হয়ে থাকে । কিন্তু এই সময়ে তো শরীরের কোনো ভরসা নেই । এতো অর্ধ কল্পের পুরো হিসাব, এতে কোনো পরিবর্তন হবে না । সময়ের আগে কিছু বদলাতে পারবে না, আর কোনো বস্তু তো মধ্যেই ভেঙেচুরে যেতে পারে । কিন্তু এই পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ আর নতুন দুনিয়ার স্থাপনা আগে পরে হতে পারবে না । বাড়ি ঘর তো যে কোনো সময়ে ভেঙে যেতে পারে, তার কিছু ঠিক নেই । এই চক্র অনাদি অবিনাশী । নিজের সময় অনুযায়ী চলে । পুরোনো দুনিয়ার একদম সঠিক লাইফ থাকে । অর্ধ কল্প রামরাজ্য, অর্ধ কল্প রাবণ রাজ্য, কম বেশি

হতে পারবে না । বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে এখন পুরো ত্রিলোকীর ব্যাপার ঢুকে গেছে । তোমরা ত্রিলোকের মালিকের দ্বারা জ্ঞান নিচ্ছো । তোমাদের পদ মর্যাদা এখন অনেক উচ্চ হয়ে আছে । এই সময়ে তোমরা ত্রিলোকের নাথ হয়েছো কেননা তোমরা তিন লোকের জ্ঞান পেয়েছ। সাক্ষাৎকার করো মুলবতন, সূক্ষ্মবতনে , স্থূলবতনের, বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এইসবের জ্ঞান পুরো পরিচয় আছে ।বাবা ত্রিলোকের নাথ, তিনলোকের জ্ঞাতা । তোমাদের জ্ঞান দান করেন তাই তোমরাও মাষ্টার ত্রিলোকীনাথ হয়েছো। যে জ্ঞান বাবার আছে সেইসব এখন তোমাদেরও আছে , পুরুষার্থ অনুযায়ী ক্রম অনুসারে হবে । তারপর সত্যযুগে তোমরা বিশ্বের মালিক হবে । ওখানে তোমাদের ত্রিলোকের নাথ বলা হবে না । লক্ষ্মী নারায়ণের ত্রিলোকের জ্ঞান নেই । সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান থাকে না । তোমরা নলেজফুল বাবার -- গডের সন্তান । উনি পড়িয়ে তোমাদের নিজের মতন গড়ে তোলেন । তোমরা জানো যে তোমরা আবার বিষ্ণুপুরীর মালিক হবে। এখান যা কিছু অতীত হয়ে গেছে সেই নলেজও তোমাদের আছে । মানুষ হদের (সসীমের) হিস্ট্রি জিওগ্রাফী জানে, তোমাদের তো বেহদের (অসীমের) হিস্ট্রি জিওগ্রাফী বুদ্ধিতে আছে । ওদের তো বাহুবলের লড়াই জানা আছে। যোগবলের লড়াই কেউ জানে না । তোমরা জানো যে যোগবলের দ্বারা তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে । শেখাবেন তো বাবা, যিনি ত্রিলোকের নাথ । এই সময় তোমাদের পদ মর্যাদা অনেক উঁচুতে আছে । তোমরা নলেজফুল বাবার বাচ্চা মাষ্টার নলেজফুল । এটা তো তোমরা জানো যে উনি কতটা জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর রূপে বিদ্যমান । ওনাকে বলা হয় সৎ- চিৎ - আনন্দ স্বরূপ । এই সময় আনন্দ তোমরা অনুভব করছো কেননা আগে তোমরা দুঃখী ছিলে ।তোমরা বুঝতে পারছো সুখ আর দুঃখ কি । লক্ষ্মী নারায়ণ তো এইসব কথা জানেন না। ওনারা তো কেবল বাদশাহী করেন । সেটাই হলো ওনাদের প্রালব্ধ। তোমরাও স্বর্গে গিয়ে রাজত্ব করবে । ওখানে খুব সুন্দর মহল বানাবে । ওখানে চিন্তার কোনো ব্যাপার থাকবে না । এসব কথা বুদ্ধিতে স্থায়ী ভাবে থাকলে পরে খুশীর পারদ উপরে উঠে যাবে । তুফান তো অনেক রকমের আসবে, সম্পূর্ণ তো কেউ হয় না । বাবা বোঝাচ্ছেন যে তোমাদের অনেক দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হতে হবে । ওরা অমরনাথ যাত্রায় যায় কিন্তু তাদের তো আবার নামাও খুব জরুরী । তোমরা বাবার কাছে যাবে তারপর নতুন দুনিয়ায় সত্যযুগে যাবে তারপর নামা শুরু হবে । আমাদের হলো বেহদের যাত্রা । প্রথমে বাবার কাছে আরাম করে থাকবে তারপর রাজধানীতে রাজত্ব করে তারপর এক এক জন্ম করে নীচে নামতে থাকবে।একে চক্র বলো বা উত্থান আর পতন বলো, ব্যাপারটা একই । নীচ হতে উপরে যাবে তারপর আবার নীচে নামা আরম্ভ হবে । এই সমস্ত ব্যাপারে যারা যথেষ্ট বুদ্ধিমান তারা ভালোভাবে বুঝতে পারে আর বোঝাতেও পারে । এই সব তো বাবা জানতেন । যদি এদের কোনো গুরু থাকতো তাহলে সেই গুরুর অনেক অনুগামী থাকতো । এমনও তো হতে পারে না যে একজনই অনুগামী থাকবে । শাস্ত্রে আছে ভগবানুবাচ, হে! অর্জুন, একটাই নাম লিখে দিয়েছে । ভগবান অর্জুনের রথে বসে আর কেবল অর্জুনই শোনেন , আর কেউ তো ওখানে থাকবে নিশ্চয়ই, সঞ্জয়ও তো আছেন । এই বেহদের স্কুল একই বার খুলে থাকে । ওই স্কুল তো প্রথম থেকেই চলে আসছে, যেমন রাজা তেমন ভাষা । ওখানে সত্যযুগেও তো স্কুলে যেতে হয়, তাই না । ভাষা, রুজি রোজগার ইত্যাদি সব শিখবে । ওখানে সব কিছু ভালোই হয় । সবথেকে ভালো যা কিছু সেই সব স্বর্গেই হয় । তারপর সে সব কিছু পুরানো হয়ে যায় । সর্ব শ্রেষ্ঠ জিনিস দেবতাদের প্রাপ্ত হয় । এখানে কি প্রাপ্ত হবে? অনুভব করতে পারো যে নতুন দুনিয়ায় সব কিছু নতুন প্রাপ্ত হবে । এই সমস্ত ব্যাপার বুঝে নিয়ে মানুষকে বোঝাতে হবে । এখন আমরা সঙ্গমে আছি, আমাদের জন্য এখন দুনিয়ার পরিবর্তন হচ্ছে। "ড্রামা অনুযায়ী আমি আবার এসেছি -- তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র

দেবী দেবতা বানাতে ।" এই চক্র পুনরাবৃত্ত হতে থাকে । প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ তৈরী হয়েছে । ব্রাহ্মণদের যজ্ঞের রচনা হয়েছে । ব্রাহ্মণই দেবতা হবেন এই জন্যই বিরাট রূপের চিত্র খুব প্রয়োজন, যার থেকে প্রমাণ হয় ব্রহ্মার মুখের বংশধর ব্রাহ্মণই দেবতা হবেন । বৃদ্ধি হতে থাকবে বংশের । দেবতা আবার ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র হবেন । এই সঙ্গমযুগ খুব বিখ্যাত । আত্মা পরমাত্মা আলাদা আছে বহুকাল ধরে..... আরোহী কলা তারপর অবরোহী কলা আসে.... এই সব বোঝার বিষয় । প্রথমে ঈশ্বরীয় সন্তান তারপর দেবতার সন্তান, তারপর একটু একটু করে কমতে থাকে । তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো যে দুঃখহর্তা, সুখকর্তা কাকে বলা হয়। নিশ্চয়ই বলবে যে পরমপিতা পরমাত্মাকে । যখন দুনিয়ার দুঃখ ঘুচে যাবে তখন বিষ্ণুপুরী হয়ে যাবে । ব্রাহ্মণদের দুঃখ ঘুচে যায়, সুখ প্রাপ্ত হয় । এটা তো সেকেন্ডের ব্যপার। লৌকিক বাবার কোল থেকে বেরিয়ে পারলৌকিক বাবার কোলে এসে পড়েছো, এতো খুব আনন্দের কথা ।

এটাই হল সবথেকে বড় পরীক্ষা । রাজাদের রাজা হয়ে যাবে । রাজযোগ পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউ শেখাতে পারবেন না । এই চিত্রটা খুব ভালো । এমন কে আছে যে বলবে পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই । এমন ধরনের নাস্তিক কথা বলা উচিত নয় । মায়া চলতে চলতে বাচ্চাদের দ্বারা বিপরীত কর্ম করিয়ে দেয়।বাচ্চাদের প্রতি বাবার খুব সহানুভূতি থাকে । তারপর বোঝান — সাবধান থাকো । অধিক আঘাত যেন না আসে, তাহলে পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হবে না । মায়া তো খুব জোরে থাপ্পড় মারে যাতে প্রাণ বেরিয়ে যেতে পারে । মৃত্যু হলে পরে তো জন্মদিন পালন করতে পারবে না । সবাই বলবে যে বাচ্চার মৃত্যু হয়ে গেছে । ঈশ্বরের কাছে জন্ম নিয়ে তারপর যদি মৃত্যু হয় সেই মৃত্যু সব থেকে খারাপ হয় । কোনো কথা ঠিক না লাগলে ছেড়ে দাও । সংশয় থাকলে ছেড়ে দাও । বাবা বলেন "মনমনাভব", আমাকে স্মরণ করো আর স্বদর্শন চক্র ঘোরাও । আচ্ছা —

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত ।রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারনার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার মতন মাস্টার নলেজফুল হতে হবে । জ্ঞানের স্মরণ করে অপার আনন্দে থাকতে হবে । আনন্দের অনুভব করতে হবে ।

২) অনেক প্রকারের তুফানের মধ্যে থেকেও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে । মায়ার আঘাত থেকে বাঁচতে গেলে অনেক অনেক সাবধান থাকতে হবে ।

বরদান :- *যথার্থ চার্ট দ্বারা প্রত্যেক সাবজেক্টে সম্পূর্ণ পাশ মার্কস নেবার জন্য আজ্ঞাকারী ভবঃ*

যথার্থ চার্টের অর্থ হলো প্রত্যেক সাবজেক্টে উন্নতির আর পরিবর্তনের অনুভব করা । ব্রাহ্মণ জীবনে প্রকৃতি, ব্যক্তি অথবা মায়ার দ্বারা পরিস্থিতি তো আসবেই কিন্তু স্ব-স্থিতির শক্তি পরিস্থিতির প্রভাব কে সমাপ্ত করে দেয়, আর পরিস্থিতির মনোরম দৃশ্যের অনুভব হয় । সংকল্পে যেন নড়বড়ে না হয়

।এমন বিধিপুর্বক চার্টের দ্বারা বৃদ্ধির অনুভব করলে পরে আজ্ঞাকারী বাচ্চারা সম্পূর্ণ পাশ মার্কস প্রাপ্ত করে ।

স্লোগান :- *ছোট ছোট কথায় মন যেন ভারী না হয়ে যায়, এর জন্য মনোনিবেশ করো । সন্দেহের শিকার হয়ো না* ।

তপস্বী মূর্ত হও
নিজের মস্তক(কপালে) অর্থাৎ বুদ্ধির স্মৃতি বা দৃষ্টি দ্বারা আত্মিক স্বরূপই যেন দেখা যায় । ভ্রুকুটির মধ্যে যেন দিব্য নক্ষত্র উজ্জ্বল হয়ে আছে । প্রত্যেক আত্মার প্রতি কল্যাণের সংকল্প বা ভাবনা থাকে, অন্য কোনো ভাবনা উৎপন্ন না হয় ।